উপসংহার

জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে দাম্পত্য সম্পর্কের রূপচিত্রণে আমরা দেখতে পেলাম যে দাম্পত্য সম্পর্ক জীবানন্দের সাহিত্যে কখনই মসৃণ বা মধুর নয়, তা সর্বাত্মকভাবে ব্যর্থ। প্রাথমিক পর্বে অর্থনৈতিক সঙ্কটের কারণে দাম্পত্য জটিলতা বা ব্যর্থতার ছবি ফুটে উঠলেও ক্রমশ নরনারীর সম্পর্কের মধ্যেকার সংযোগের সেতু হারিয়ে যায়। দাম্পত্য বন্ধন ছিন্ন না করেও চূড়ান্ত অপ্রেম ঘৃণা বিতৃষ্ণা অবজ্ঞা আর অশ্রদ্ধার পারস্পরিক সম্পর্কের নষ্ট ভ্রষ্ট রূপ বেরিয়ে পড়ে এবং এই সম্পর্ক উভয়ের কাছেই দুর্বিষহ হয়ে ওঠে। অর্থাৎ জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে দাম্পত্য সম্পর্কের সার্বিক ব্যর্থতার রূপ চিত্রিত হয়েছে; দাম্পত্য সম্পর্কের সফল চিত্র তাঁর রচনায় নেই। এই ব্যর্থতার জন্য স্বামীর অর্থনৈতিক অসচ্ছলতার পাশাপাশি তার সংবেদনশীল, ক্ষমাপরায়ণ মানসিকতার বিপরীতে নারীর আত্মকেন্দ্রিকতা এবং স্বামীর প্রতি অসংবেদনশীলতা ও অপ্রেমই বিশেষভাবে দায়ী।

জীবনানন্দের সমগ্র কথাসাহিত্যে দাম্পত্য ব্যর্থতা, স্বামীর প্রতি স্ত্রীর আক্রমণশীলতা, সার্বিক বঞ্চনা ও বীতশ্রদ্ধার কারণ অনুসন্ধানে আমরা দেখেছি যে ব্যক্তি জীবনানন্দের দাম্পত্য জীবন নানাভাবে তাঁর কথাসাহিত্যে প্রভাব ফেলেছে। বলা যায় ব্যক্তি জীবনানন্দের দাম্পত্য অভিজ্ঞতা এবং এই সম্পর্কে তাঁর অভিজ্ঞতাজাত চিন্তা চেতনারই শিল্পিত রূপ তাঁর কথাসাহিত্য।

কথাসাহিত্যে জীবনানন্দ মূলত একজন পুরুষ এবং একজন নারীকেই দাম্পত্য জীবনে বিভিন্নভাবে উপস্থাপিত করে দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতার বিচিত্র রূপ উদ্‌ঘাটিত করেছেন। শিক্ষিত সংবেদনশীল বেকার পুরুষের ব্যর্থ দাম্পত্য জীবনের পাশাপাশি অর্থবান সংবেদনশীল এবং অসংবেদনশীল পুরুষের দাম্পত্য জীবনচিত্রণেও এই সম্পর্কের ব্যর্থ অসফল রূপই ফুটে উঠেছে। আবার প্রায় সর্বক্ষেত্রেই স্ত্রী স্বামীর অনুগত না হওয়ায় বা তার অসংবেদনশীলতার কারণে দাম্পত্য সম্পর্কে যে সমস্যা সৃষ্টি হয়েছে, কয়েকটি ক্ষেত্রে স্ত্রী স্বামীর প্রতি সংবেদনশীল ও অনুগত হয়েও দাম্পত্য জীবন সফল হয়নি। স্বামী যেমন আন্তরিক ও প্রেমময়ী স্ত্রী সঙ্গীর সাহচর্যে সুখী হতে চেয়েও বিপরীত মনস্ক স্ত্রীর বিরূপ মানসিকতার জন্য দাম্পত্য ব্যর্থতায় হতাশা নিঃসঙ্গতায় ভোগে, তেমনি স্ত্রীও তার কাঙ্ক্ষিত স্বামী সংসার না পেয়ে দাম্পত্য জীবনে স্বামীর প্রতি ক্রমশ বিরূপ বিতৃষ্ণ ও প্রেমহীনতায় সম্পর্কের সমস্ত মাধুর্যকে নষ্ট করে ফেলে।

এই অবস্থায় বিবাহ বন্ধনহীনভাবে কেবল প্রেমের দ্বারা দাম্পত্য জীবন নির্বাহ হলে হয়ত তাতে স্বাভাবিক সফলতা আসবে ভেবে জীবনানন্দ 'ছায়ানট' গল্পে তার একটা পরীক্ষা করেছেন। সেখানে বিবাহবন্ধনহীন নরনারীর একত্রিত জীবনচিত্রণেও দেখা গেছে সম্পর্ক সফল হতে পারেনি। অর্থাৎ দাম্পত্য জীবনকে নানাভাবে নানারূপে তুলে ধরে জীবনানন্দ দেখাতে চেয়েছেন এই সম্পর্ক কখনোই সফল হবার নয়।

জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে দাম্পত্য সম্পর্কে পুরুষেরা যেভাবে নারীর দ্বারা বঞ্চিত অপমানিত অবজ্ঞাত হয়েছে তাতে দুটো দিক স্পষ্ট — এক, শিক্ষিত রুচিশীল সংযত পুরুষেরা তাদের সর্বংসহা বৈশিষ্ট্যের জন্য স্ত্রীর দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হয়েছে এবং দুই, স্ত্রী স্বামীর সহৃদয় ভালোমানুষীর সুযোগ নিয়ে নির্লজ্জ ও চূড়ান্ত অমানবিকতার পরিচয় দিয়ে স্বামীকে সার্বিকভাবে বঞ্চনা অবহেলা করেছে। এছাড়া এ থেকে এটাও স্পষ্ট যে স্বামীর প্রতি শ্রদ্ধা ও প্রেম বিসর্জন দিয়ে নিজেদের ক্ষোভ, বিদ্বেষ, জীবনের ব্যর্থতাকে উগ্রভাবে প্রকাশ করে নারীরা দাম্পত্য সম্পর্কের আদর্শ এবং বৈবাহিক সম্পর্ককেই অর্থহীন মনে করেছে।

জীবনানন্দের পূর্ববর্তী সাহিত্যে বঙ্কিমচন্দ্র রবীন্দ্রনাথ বা শরৎচন্দ্র প্রথাগত দাম্পত্য সম্পর্কের চিত্রই এঁকেছেন। 'বিষবৃক্ষ', 'কৃষ্ণকান্তের উইল', 'চোখের বালি' বা 'ঘরে বাইরে' উপন্যাসে তৃতীয় ব্যক্তির প্রবেশে দাম্পত্য সম্পর্কে জটিলতা সৃষ্টি হলেও 'যোগাযোগ' উপন্যাসের সংকটটা প্রকটতর। যদিও এই উপন্যাসের পরিণতিতে দাম্পত্য সম্পর্কেরই প্রতিষ্ঠা ঘটানো হয়েছে। বিমলা (ঘরে বাইরে) সন্দীপের প্রতি মোহাবিষ্ট হলেও তার ছলনা বুঝতে পেরে স্বামীর কাছেই ফিরে এসেছে, নারীত্বের অপমান ঘটতে দেয়নি। অচলা (গৃহদাহ) বিমলার থেকে অনেকটা এগিয়ে গেছে। সে স্বামীকে ছেড়ে পরপুরুষের সঙ্গে কেবল স্বামী-স্ত্রীর পরিচয়ে বসবাস করেছে তাই নয়, দেহের শুচিতাও বিসর্জন দিয়েছে। কিন্তু তবুও তার অসহায় পরিস্থিতির চিত্র এঁকে শেষপর্যন্ত লেখক তাকে স্বামীর কাছেই ফেরার এবং আশ্রয়লাভের ইঙ্গিত দিয়েছেন। অর্থাৎ দাম্পত্য সম্পর্কে সংকট বা জটিলতার সৃষ্টি হলেও এঁরা সকলেই চিরাচরিত দাম্পত্য সম্পর্কেই আস্থা রেখেছেন। জীবনানন্দের সমসাময়িক কথাসাহিত্যেও দাম্পত্য সম্পর্কের জটিলতার তীব্র টানপোড়েনের সৃষ্টি হলেও নারীরা প্রথাগত দাম্পত্য সম্পর্কের দিকেই আস্থা রাখতে চেয়েছে। পুরুষের ইতরতা বা সামন্ততান্ত্রিক মানসিকতা কিংবা ক্ষেত্র বিশেষে ব্যক্তিত্বের দ্বন্দ্বে দাম্পত্য সংকট দেখা দিলেও চিত্রটা প্রায় একই থেকেছে। দাম্পত্য সম্পর্কে নারীর এই প্রথাগত মানসিক অবস্থানের কারণে জীবনানন্দের পূর্ববর্তী এবং সমসাময়িক সাহিত্যে দাম্পত্য জটিলতা বা সংকট যেমন নষ্ট ভ্রষ্ট রূপ ধারণ করেনি, তেমনি এর সার্বিক দুর্বিষহতার চিত্র ও সেখানে ফুটে ওঠেনি। আর এখানেই জীবনানন্দ ব্যতিক্রমী, স্বতন্ত্র। তাঁর চিত্রিত দাম্পত্য সম্পর্কে প্রায়শই যুক্তিযুক্ত

কোনো কারণ বা উপলক্ষ ব্যতিরেকেই পারস্পরিক সম্পর্কে শীতলতা বা তীব্র বিরূপতা সৃষ্টি হয়েছে। ফলে অবিচ্ছিন্ন দাম্পত্য সম্পর্কে দুজনের মাঝে যে প্রবল বিতৃষ্ণা, অবজ্ঞা, ঘৃণা ও দুর্লঙ্ঘ দূরত্ব সৃষ্টি হয় তা কোনদিনই আর ঘোচে না। এভাবেই সর্ম্পকের সর্বাত্মক বিরূপতা, দুর্বিষহতা এবং তীব্র অপ্রেমের নষ্ট দাম্পত্য চিত্র অঙ্কন করেছেন জীবনানন্দ। স্বামী-স্ত্রী এখানে সর্বদাই badly mated. বলা যেতে পারে পারস্পরিক অনাকাঙ্ক্ষিত দুই নর-নারীর দাম্পত্য সম্পর্কের বিস্তৃতি কতদূর পর্যন্ত হতে পারে তারই রূপ চিত্রিত হয়েছে জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে।

জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে দাম্পত্য সম্পর্ক আলোচিত হয়েছে মূলত পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে —যেখানে দাম্পত্য সংকট বা ব্যর্থতার জন্য নারীর দায়িত্বকেই বড় করে দেখানো হয়েছে। প্রথম দিকে নারীর নামাঙ্কিত বেশ কয়েকটি উপন্যাসে (পূর্ণিমা, অতসী, কল্যাণী) যদিও নারীর দিক থেকে বা নারীর বক্তব্যের আলোকে সমস্যাকে দেখানো হয়েছে কিন্তু পরবর্তী সমস্ত উপন্যাসেই দাম্পত্য সম্পর্ক বা সমস্যা ব্যাখ্যাত হয়েছে পুরুষের দৃষ্টিকোণ থেকে। নারীর তরফেও হয়ত কোনো বক্তব্য ছিল, কিন্তু মুখ্যত ক্রমশ বিবর্ধিত আত্মকেন্দ্রিক অমানবিক নারীর বিপরীতে শিক্ষিত সংবেদনশীল পুরুষের চূড়ান্ত অসহায়তাই সেখানে প্রকট হয়ে উঠেছে। জীবনানন্দের রচনায় নারী চরিত্রের একটি বিবর্তনের রূপ লক্ষ করা গেলেও পুরুষ চরিত্রের কোনো বিবর্তন সেখানে নেই। তবে দাম্পত্য জীবনে সম্পর্কের ব্যর্থতায় পুরুষেরা যেমন নিজেদের দায়িত্ব বা দুর্বলতার বিষয়টি অনুধাবন করেছে, তেমনি দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে তারা একটা তাত্ত্বিক সিদ্ধান্তে আসারও চেষ্টা করেছে — যা আসলে জীবনানন্দেরই সিদ্ধান্ত। বস্তুত জীবনানন্দের কথাসাহিত্যে নানা পর্যবেক্ষণ-নিরীক্ষার মধ্যে দিয়ে দাম্পত্য সম্পর্ক বিষয়ে তাঁর একটা নিজের দৃষ্টিভঙ্গি বা নিজস্ব চেতনার প্রকাশ ঘটেছে।